দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 APR 1992
পৃষ্ঠা ৩ কঃ ৭

ছাত্রলীগ ও [illegible]ত্রদলে নূতন নে[illegible] ?

রেজানুর রহমান।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত থাকিলে আগামী ২০/২৫ দিনের মধ্যে দেশের ২টি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নূতন মুখের আবির্ভাব ঘটিতে পারে। ছাত্রলীগ (আ-অ) নূতন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য ১০ ও ১১ই মে ঢাকায় দুইদিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলন আহবান করিয়াছে। ছাত্রদলের নীতি নির্ধারক কমিটিও তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি ছাত্রলীগের আগেই ছাত্রদলের নয়া নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দুই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের কোন পরিবর্তন হয় নাই। উভয় ছাত্র সংগঠন একাধিকবার সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করিয়াও সম্মেলন করিতে পারে নাই। (২য় পৃঃ দ্রঃ)

নূতন নেতৃত্ব

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির কারণে সম্মেলনের তারিখ পিছাইতে হইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, 'ছাত্ররাই ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব পাইবে' এই মনোভাব উভয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে জোরদার হওয়ায় অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্র নেতারা এইবার গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করিবেন। ছাত্রলীগের (আ-অ) সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। বিগত সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব অংশ নেওয়ায় সংগঠনের সভাপতি পদে দায়িত্ব পান শাহে আলম। সংসদ নির্বাচনের পর হইতে মূলতঃ ছাত্র লীগকে নূতন করিয়া সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু ক্যাম্পাসের একাধিক সন্ত্রাসী ঘটনা. বিশেষ করিয়া ছাত্র লীগ নেতা মনিরুজ্জামান বাদলের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয় নাই। ১০ই মে সম্মেলন করার ব্যাপারে ছাত্রলীগ তোড়-জোড় শুরু করিয়াছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন। সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ ৭৭টি জেলা শাখার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ২৮শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫১। এবার এই সংখ্যা ৫৯ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। নূতন নেতৃত্ব চূড়ান্ত করার ব্যাপারে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিরা প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক। দীর্ঘদিন সম্মেলন না হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় ছাত্র সংগঠনে দুই ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। এক, নূতনদের নিয়া কমিটি গঠন। [illegible]টি [illegible]দলের নূতন ক[illegible] কাজ [illegible]র ব্যাপারে বিএনপি'র [illegible]ক সম্পাদক এডভোকেট মু[illegible] রহমান এবং ছাত্রদলের বর্তমান আহ্বায়ক, ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান এম,পি কাজ শুরু করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের নেতৃত্ব চূড়ান্ত করিবেন। একটি সূত্র জানায়, ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান যুগ্ম আহ্বায়ক খায়রুল কবীর খোকন, নাজিমউদ্দিন আলম, ফজলুল হক মিলন, রিজভী আহমেদের মধ্যে যেকোন দুইজন দায়িত্ব পাইতে পারেন। ইহাছাড়া, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কামরুজ্জামান রতন, ইলিয়াস আলী, মনিরুজ্জামান মনির, রফিকুল ইসলাম জগলু, শিরিন সুলতানা, আবুল খায়ের ভুঁইয়া দায়িত্ব পাইতে পারেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রদলের নূতন কমিটি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সভাপতি শাহে আলম, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, কামাল হোসেন, গোলাম মোস্তফা সুজন, মমতাজউদ্দিন মেহেদী, এস,এম মোশাররফ হোসেন বি,এম মোজাম্মেল-এর মধ্য হইতে যেকোন দুইজন দায়িত্ব পাইতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে পংকজনাথ, খিজির হায়াত লিজু, নুরুল আমিন রুহুল, কামরুজ্জামান আনসারী, অহিদুজ্জামান চান, আফজালুর রহমানের মধ্যে যেকোন দুইজন সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের পদ পাইতে পারেন।

ক্যাম্পাস এখন ছাত্রদল, ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্বের আলোচনায় মুখর। সভাপতি, সাধারণ পদে কে দায়িত্ব পাইতেছেন? এই নিয়া জল্পনা, কল্পনা সর্বত্র। ছাত্রনেতাদের অনেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট ধরনা দিতেছে। এলাকা ভিত্তিক লবিংও শুরু হইয়াছে।